Name of the Journal: তবু একলব্য পত্রিকা

Name of the Article: অথ চন্দ্রাবতী কথা

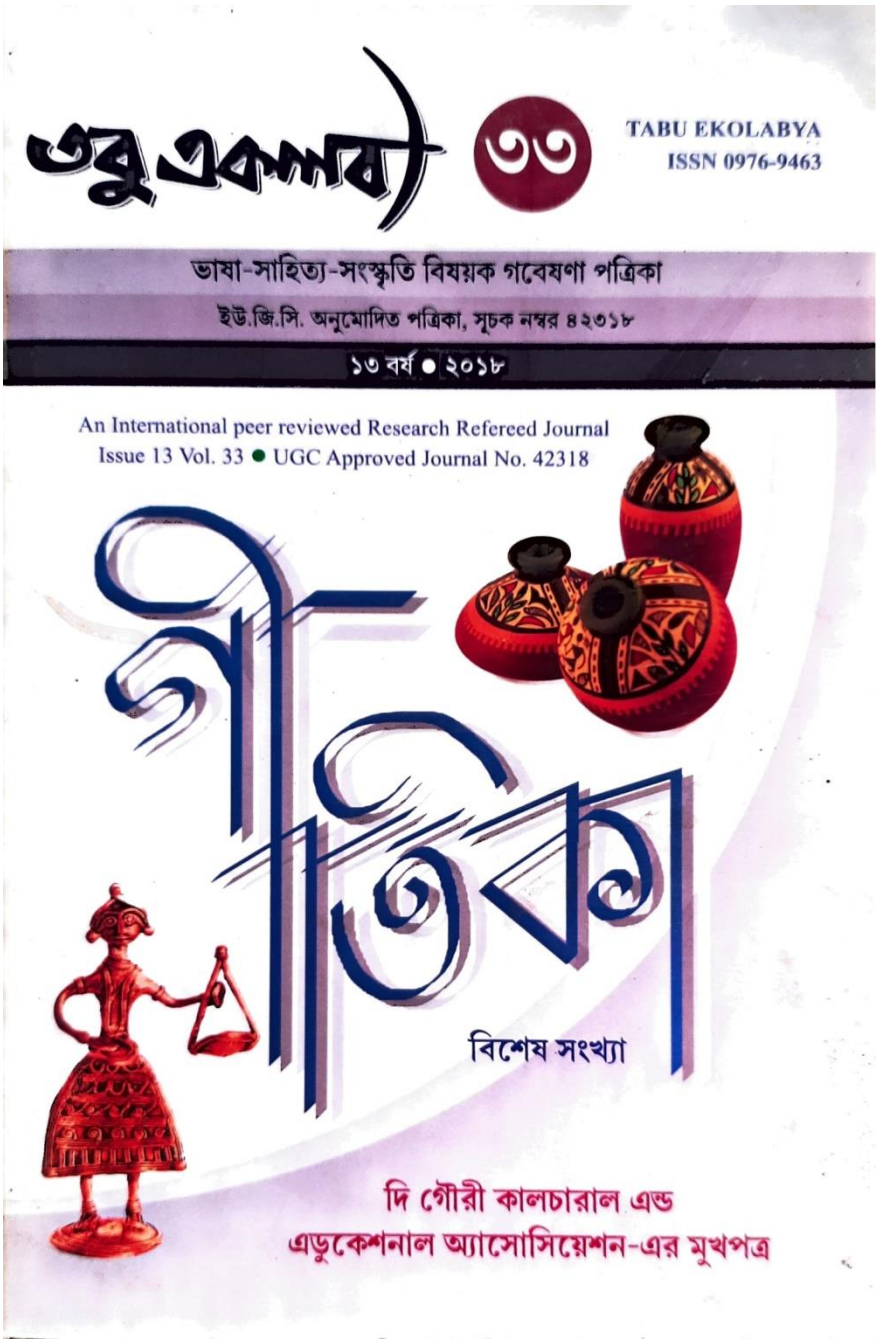

তবু একলব্য

TABU EKOLABYA
ISSN 0976-9463

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

ইউ.জি.সি. অনুমোদিত জার্নাল, সূচক নম্বর ৪২৩১৮

TABU EKOLABYA

An International peer reviewed Research Journal on
Language, Literature & Human Sciences
UGC Approved Journal No. 42318

৩৩

১৩ বর্ষ • ২০১৮
জানুয়ারি - জুন সংখ্যা

গীতিকা বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন
(রেজিস্ট্রেশন নং S/I.L/34421/2005-06)
-এর অন্তর্গত একটি গবেষণা পত্রিকা

প্লাবন সিংহ
'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র নির্বাচিত অংশের একটি পাঠ ২৩৭
মনসা ঘাঁটা
গীতিকার ইতিহাস : বিষয় 'মলুয়া' ২৪৪
তাপস পাল
'মলুয়া' : পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বনাম নারীহৃদয় ২৫৩
স্নিগ্ধা মণ্ডল
সামাজিক প্রেমের পালা 'কমলা' ২৬১
ত্রিসপ্ত প্রদীপ
অথ 'চন্দ্রাবতী' কথা ২৭৪
মহ. আসফাক আলম
'মহুয়া' পালা—একটি পর্যালোচনা ২৮২
ভরত দাস
মনসুর বয়াতীর 'দেওয়ান মদিনা পালা' : আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে ২৮৯
সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়
প্রসঙ্গ : 'মহুয়া' পালা ২৯৭
নন্দিতা মণ্ডল
'মৈমনসিংহ গীতিকা' : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন ৩০১

বিচিত্র বিষয়ের বিন্যাসে

মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়
জৈব-বৈচিত্র্যের সন্ধানে গীতিকা ৩০৯
দীপঙ্কর দে
'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা' ও দীনেশচন্দ্র সেন ৩১৯
দীপায়ন পাল
গীতিকা ও নাটক—পারস্পরিক সম্পর্ক ৩২৬
সন্দীপ দেব
'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় উপন্যাসের লক্ষণ ৩২৯
রবিন ঘোষ
অখ্যাত পালার খ্যাতনামা সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন ৩৩৪
সৌগত চট্টোপাধ্যায়
গীতিকায় ফুল ৩৪০

সংরূপের সন্ধানে

শর্মিষ্ঠা দে বসু
ব্যালাড এবং গীতিকা : গীতিকা এবং ব্যালাড ৩৪৭
বাঁশরী মুখোপাধ্যায়
'ময়মনসিংহ গীতিকা'র সমাজ, রোমান্টিকতা ও ট্র্যাজেডি লক্ষণ ৩৫৯

অথ 'চন্দ্রাবতী' কথা

ত্রিসপ্ত প্রদীপ

চন্দ্রাবতী, আলো-ছায়াময় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ভাস্বর মানবী। এক প্রখ্যাত কবিকন্যা। মুছতে গেলেও তাঁকে মুছে ফেলা যায়নি কখনও। বরং অধিক আলো দুর্বার প্রত্যাশা ও ঘন নিবিড় মনোযোগ নিয়ে চন্দ্রাবতী আমাদের আকৃষ্ট করেছে বারবার। তিনি নিজে কবি এমনকি তাঁকে নিয়েই রচিত হয়েছে গীতিকা। স্রষ্টা আপন মাধুর্যে আলোকপ্রতিভা, আবার তাঁর জীবনরস আলো জুগিয়েছে পাঠককে। সুতরাং, চন্দ্রাবতী পাঠের প্রতিক্রিয়া যেকোনো পাঠকের কাছেই সাগরজলে স্নান।

'চন্দ্রাবতী' পালার রচয়িতা মৈমনসিংহের চারণকবি নয়ানচাঁদ ঘোষ। এই কাব্য পড়ে চন্দ্রাবতী সম্পর্কে অনেক তথ্য আমরা জানতে পারি। 'চন্দ্রাবতী' গাথার প্রথম সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে জানিয়েছেন, প্রখ্যাত পালাকার এবং কবিকন্যা চন্দ্রাবতী এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। নয়ানচাঁদ ঘোষ এই গাথাকাব্যটি রচনার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তিনি জীবিত ছিলেন। ১৬০০ শতকে চন্দ্রাবতীর মৃত্যু হয়। সেদিক থেকে সমকালই এই 'নারীকবি'কে কিংবদন্তি বানিয়েছিল। কর্মগুণেই তিনি কিংবদন্তি, কিন্তু তাঁর পরিচয় নির্মাণে আমরা বারে বারে চন্দ্রাবতীকে নারী বানিয়েই রাখি। লিঙ্গাসত্তার উর্ধ্বে উঠে চন্দ্রাবতী আজও আপামরের প্রিয় নন। তাই আপাত অপ্রতিষ্ঠিত একজন কবির কাহিনি লিখতে গিয়ে একালের সুধী সমালোচকরাও তাঁদের প্রবন্ধের নামকরণের ক্ষেত্রে চন্দ্রাবতীকে 'নারীকবি' (রামায়ণী কথা; নারীকবির পালাগানে—ছন্দা রায়[১]) এবং তাঁর কাব্যটিকে 'নারীর মহাকাব্য' (নারীর মহাকাব্য; রামকথার পুনঃকথন: চন্দ্রাবতী-রামায়ণ— নবনীতা দেব সেন[২]) বলে উল্লেখ করেছেন।

মনসামঙ্গালের কবি দ্বিজ বংশীদাস। অনুমান করা হয়, বংশীদাসের পুরো নাম বংশীবদন ভট্টাচার্য্য। 'চন্দ্রাবতী' পালায় বংশীবদন নামের উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবতী এই বংশীর কন্যা। মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারি গ্রামের মেয়ে সে। যুবতী চন্দ্রার বিষাদময় জীবন কাহিনিই 'চন্দ্রাবতী' পালার মূল উপজীব্য। বাল্যপ্রেমে বুঝি অভিশাপ থাকেই। জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর বাল্যসখা। একদিন সেই ব্রাহ্মণ কিশোরের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর প্রেম হয়। চন্দ্রাবতী নিজেও ব্রাহ্মণ বালিকা। তাই 'জাতি-কুল-মান' এর ভয় থাকল না। কিন্তু যে সমাজ পুরুষশাসিত সেখানে প্রেমের ভাগ্যনিয়ন্তাও যে পুরুষ। তাই লাজুক চন্দ্রাবতী পিতার বরাভয়ের উপর ছেড়ে দেয়